



163627 - কোন আচরণ বা কথা ইসলামকে নিয়ে বদ্বিরূপে পর্যায়ে গণ্য হবে এ সংক্রান্ত মূলনীতি

প্রশ্ন

আমরা কভাবে ইসলাম নিয়ে বদ্বিরূপ করা আচরণ ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করব? কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের কোন কিছু শুনতে কথিবা দেখে; কিন্তু প্রতিবাদ করতে না পারে হাসে এর হুকুম কি? কখনো কখনো আমার সামনে এমন কিছু ঘটবে অথবা আমার মনে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু উদয় হয় যাতো আমার হাসি আসে। কিন্তু পরক্ষণেই আমি সচেতন হয়ে যাই যে, আমার হাসাটা উচিত হয়নি। আমার এ হাসাটা কি ইসলামকে বদ্বিরূপ করার পর্যায়ে পড়বে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ইসলাম নিয়ে বদ্বিরূপ করা কবরি গুনাহ এবং আল্লাহর সীমারখোর লঙ্ঘন। এটুকু ফররে গর্ত; যে গর্তে না জনে না বুঝে অনেকে জাহলে ও মূর্খ লোক পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুনাফকেরা এ ভয়ে থাকে যে, না জানি তাদের সম্পর্কে এমন এক সূরা নাযলি হয় যা ওদের অন্তরে গটপন বিষয় ব্যক্ত করে দিবে। বলুন, তোমরা বদ্বিরূপ করতে থাক; তোমরা যে ভয় করছ নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রকাশ করে দিবে। আর আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করলে অবশ্যই তারা বলবে, ‘আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও খেলে-তামাশা করছিলাম’। বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে বদ্বিরূপ করছলি? তোমরা ওজর পশে করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরী করছে। আমরা তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্ত দিবে; কারণ তারা অপরাধী। [সূরা তাওবা, আয়াত: ৬৪-৬৬]

ইমাম ইবনে হাজম আল-যাহরী বলেন:

প্রত্যক্ষ দলিলে ভিত্তিতে বশিদ্ধভাবে সাব্যস্ত: যে ব্যক্তির নিকট দলিল পৌঁছার পরও সে ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহকে কথিবা কোন ফরেশেতাকে কথিবা কোন নবীকে কথিবা কুরআনের কোন আয়াতকে কথিবা ইসলামের কোন একটি ফরজ বধিানকে বদ্বিরূপ করে সে ব্যক্তি কাফরে। [আল-ফাসল ফলি মলিল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নহিল (৩/১৪২)]

শাইখ সুলাইমান আল-শাইখ বলেন:

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে, কথিবা আল্লাহর কতিবের সাথে কথিবা তাঁর রাসূলের সাথে, কথিবা তাঁর ধর্মের সাথে বদ্বিরূপ করে:



সকল আলমেতে ইজমার ভিত্তিতে সবে কাফরে। যদিও সবে এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বদ্বিরূপ করা উদ্দেশ্য না করে থাকুক।[তাইসীরুল আযযিলি হামদি, পৃষ্ঠা-৬১৭]

দুই:

ইসলামকে বদ্বিরূপ করা এমন সব কথা ও কাজকে শামলি করবে; যে কথা ও কাজ ইসলামের উপর দোষারোপ করে, ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে কথিবা সম্মানহানি করে।

আবু হামদে আল-গাজালী বলেন:

উপহাস মান- মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা, হয়ে প্রতাপিন করা, দোষত্রুটি ও অপূর্ণতাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে হাসি পায়। কখনো কখনো কোন কথা ও কাজকে অভিনয় করে দেখানোর মাধ্যমেও এটি হতে পারে; কখনো কখনো ইশারা-ইঙ্গিতও হতে পারে।[ইহইয়াউ উলুমুদ্দনি, (৩/১৩১)]

তাই, কোন জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষাতে কথিবা প্রচলিত প্রথাতে যেসব কথা ও কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের, কুরআন ও সুন্নাহর কথিবা ইসলামের কোন একটি নির্দেশনের অমর্যাদা ও অসম্মান নির্দেশ করে সেটি ইসলাম থেকে খারজি করে দিয়ে এমন উপহাস।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ‘আল-সারমে আল-মাসলুল’ গ্রন্থে (৫৪১) বলেন:

ভাষা অনুযায়ী কথিবা ইসলামী শরিয়তে গালবি কোন বধিবিদ্ধ সংজ্ঞা নাই। এটি মানুষের প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর করবে। সুতরাং মানুষ যটোকে নবীর প্রতি গালি হিসেবে সাব্যস্ত করে সেটোর উপর সাহাবায়ে করোম ও আলমেদের উদ্ভূত হুকুমকে জারী করা হবে; আর মানুষের প্রচলনে যেটি গালি নয়; সেটোর ক্ষেত্রে এ হুকুম দয়া হবে না।[সমাপ্ত]

তনি:

আর যদি কোন কথা বা কাজ মানহানকির, অমর্যাদাকর ও ব্যঙ্গাত্মক না হয় তাহলে সেটা ইসলাম থেকে খারজিকারী বদ্বিরূপ নয়।

হতে পারে কোন কোন বদ্বিরূপ পাপের পর্যায়ে পড়ে; কুফরের পর্যায়ে নয়। যমেন- ব্যক্তিগতভাবে কোন মুসলমানকে বদ্বিরূপ করা। তবে যদি কোন মুসলমানের দ্বীনদারির কারণে কথিবা তার সুন্নতি পোশাকের কারণে তার সাথে বদ্বিরূপ করা হয় তাহলে সেটা মহা বপিদ। হতে পারে সেটি কখনো কখনো কুফরের পর্যায়ে পড়বে; আল্লাহ আমাদেরকে আশ্রয় দনি।

চার:

যদি কোন মুসলমান ইসলামকে নিয়ে কাউকে উপহাস করতে শুনবে কিংবা দেখে তাহলে তার আবশ্যকীয় কর্তব্য হচ্ছে এ কথা ও কাজকারীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা। যদি সে ব্যক্তি এতে সাড়া না দিয়ে তাহলে মুসলমানের উচিত সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন: “কতিব তোমাদরে প্রতি তিনি তো নাযলি করছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তা নিয়ে বদ্বিরূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বসো না, নয়তো তোমরাও তাদের মত হবে। মুনাফকি এবং কাফরে সবাইকে আল্লাহ্ তো জাহান্নামে একত্র করবেন”। [সূরা নসি, আয়াত: ১৪০]

পক্ষান্তরে এ ধরনের কথা শুনলে মুচকি হাসা কিংবা সাধারণভাবে হাসা একই পাপে অংশ গ্রহণ করার শামলি; যদি এ হাসাটা উক্ত কথার প্রতি সন্তুষ্টমূলক হয়ে থাকে। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “তা করলে তোমরাও তাদের মতই”। আর যদি সন্তুষ্টমূলক না হয় তারপরেও এটি মহাপাপ; যা প্রমাণ করে যে, এ ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব অনুপস্থিতি।

মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে- আল্লাহর দ্বীনকে নরিদশনাবলকি সম্মান করা, মর্যাদা দয়া ও বড় করে দেখা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “এটাই আল্লাহর বখান এবং কটে আল্লাহর নরিদশনাবলকি সম্মান করলে এ তো তার হৃদয়ে তাকওয়াপ্রসূত”। [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৩২]

আল্লাম সাদী বলেন:

দ্বীনদারি মূলভিত্তি আল্লাহকে, আল্লাহর দ্বীনকে ও তাঁর রাসূলগণকে সম্মান করার উপর নরিভরশীল। আর এর কোনটিকে বদ্বিরূপ করা এ মূলভিত্তির সাথে সাংঘর্ষকি ও এর চরম বরিণেী। [তাইসীরুল কারমিরি রহমান (পৃষ্ঠা-৩৪২) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই ভাল জানেন।